‘হিন্দু না ওরা মুসলিম’ ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?

ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে কবিতা রচনার দায়ে তিনি জেলবন্দি। জেলের দুরবস্থার প্রতিবাদে তিনি আমরণ-অনশনে। উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর কাছে ছুটে যাচ্ছেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রামে অনুরোধ করছেন ঃ গিভ আপ হাঙ্গার স্ট্রাইক। আওয়ার লিটারেচার ক্লেইমস্ ইউ। অবিভক্ত ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ তাঁকে আপন করেছেন বিদ্রোহী কবি হিসাবে। জন্মসূত্রে তিনি মুসলিম, কিন্তু তাঁর ধর্ম কী এ প্রশ্নটাই অবান্তর হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত স্তরেও লড়াই করেছেন ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। মানবতাবাদের উন্নততর মূল্যবোধ-সঞ্জাত কণ্ঠে বলেছেন, মানুষের চেয়ে নহে কিছু মহীয়ান।

২৬ মে সেই ‘উন্নত শির’ কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মদিবস— যিনি বলতেন, যে দেশের অধিকাংশ মানুষ ভুখা, হাজারো অন্যায়-অত্যাচারের শিকার, সে দেশে নামাজ পড়তে ইচ্ছা করে না। মুসলমান ধর্ম-ব্যবসায়ীরা ভীষণ রেগে, তাঁকে কাফের বলে গাল দিয়েছে। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মধ্বজরা গাল পেড়েছে ‘যবন’ বলে। কিন্তু সত্যের বিচারে নজরুল স্থান করে নিয়েছেন মানুষের অন্তরের গভীরে।

ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল, মনুষ্যত্বকে ধারণ তথা রক্ষা করার লক্ষ্যে। সেই মনুষ্যত্ব যখন প্রতিপদে লাঞ্ছিত-অপমানিত তখন তা প্রতিহত করার চেষ্টা না করে বেদ-বাইবেল-কোরান আঁকড়ে চোখ বুজে বসে থাকা এবং এইভাবে ধর্মকে কার্যত কায়েমি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাকে নজরুল বারবার আঘাত করেছেন তাঁর কাব্য-সঙ্গীত-গল্প- উপন্যাসে এবং সর্বোপরি জীবনাচরণ দিয়ে।

আজ বিশ্বজুড়ে কপট ধার্মিকের স্বেচ্ছাচারিতা মানবজীবনকে বিপন্ন করছে, সভ্যতাকে কলঙ্কিত করছে, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশীর মনে বিষ ঢালছে। আমাদের দেশেও ধর্মের নামে চলছে নানা ধরনের উগ্রতার চর্চা। আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে হিংসা-বিদ্বেষ প্রসারের কাজে। লক্ষ্য একটাই, শোষিত-নিপীড়িত মানুষকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। অনাহারী কৃষক, বন্ধ কারখানার মজুর সহ কোটি কোটি বেকার যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে খাদ্য-চিকিৎসা-শিক্ষার দাবিতে জেগে ওঠে তা হলে মালিকদের বড় বিপদ। তাই মালিকদের রাজনৈতিক ম্যানেজার শাসক দলগুলি ধর্ম-বর্ণের গণ্ডিতে আটকে রাখতে চায় সাধারণ মানুষকে। যারা ধর্মের নামে অন্ধ হয়ে অন্য ধর্মের মানুষকে অপমান করে, হত্যা করে, আজীবন নজরুল তাদের ধর্ম-বর্ণ-জাতির ঊর্ধ্বে জাগানোর চেষ্টা করেছেন। আজ দুর্ভাগ্য জাতির— আরএসএস নজরুলকে ‘ভালো হিন্দু’ বলে তাঁর জন্মদিন পালন করতে চায়! যে ভণ্ডরা ভজনালয়ের মিনারে চড়ে স্বার্থের জয়গান করে, তারা করবে নজরুল স্মরণ?

আমরা কি আজও অন্ধ হয়ে থাকব? নজরুলের কাতর আবেদনে আমাদের হৃদয় কি সাড়া দেবে না? আজ যারা ক্ষমতায় বসে ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়ে আমাদের শুভবোধকে নষ্ট করার চক্রান্ত করছে, খাদ্য-চিকিৎসা-শিক্ষা ইত্যাদি মূল সমস্যাগুলির সমাধান না করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে লড়িয়ে দিতে চাইছে, তাদের ষড়যন্ত্রকে সফল হতে দেব আমরা? তা হলে তো নজরুল হারিয়ে যাবেন আমাদের জীবন থেকেই। কীভাবে গাইব তাঁর ‘সাম্যের গান’? কীভাবে স্মরণ করব তাঁকে, কীভাবে পালন করব তাঁর জন্মজয়ন্তী?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাঙ্ক্ষিত কবিকে খুঁজে পেয়েছিলেন নজরুলের মধ্যে। মোসায়েবদের দূরে ঠেলে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন, দিয়েছিলেন স্নেহের অঞ্জলি। নিজের ‘বসন্ত’ কাব্য উৎসর্গ করেছিলেন নজরুলকে। কারণ তিনি যথার্থ চিনেছিলেন তাঁকে। আমাদেরও অবশ্যই চিনতে-বুঝতে হবে ‘অগ্নিবীণা’ কান্ডারীকে। না হলে ধর্মীয় অন্ধতা থেকে কিছুতেই মুক্ত হবে না দেশের মানুষ। সে ভাবেই, সেই অঙ্গীকার নিয়েই সর্বত্র পালিত হোক কবির জন্মজয়ন্তী।